সমকাল

তারিখ ... 07. SEP. 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ......

৪১ ভাগ গ্রামীণ প্রাথমিকে মেয়েদের টয়লেট নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে এখনও ৪১ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। মাত্র ২৭ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা সচল থাকলেও সার্বক্ষণিক সাবান, পানিসহ কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে ১০ ভাগ বিদ্যালয়ে। ইউকেএইডের অর্থায়নে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওসাপ বাংলাদেশ, সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্টস প্রোগ্রামের অধীনে ইউনিলিভার ও আইসিডিডিআরবির সহায়তায় বাংলাদেশের ৩২ জেলায় ১৩ হাজার ৯৭৮টি গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

গত সোমবার ঢাকায় ইউসেপ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন এবং স্কুল হাইজিন ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ৯৮ ভাগ বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একটি টয়লেট আছে, ৪০ ভাগ বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া গেছে। প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি টয়লেট থাকার নিয়ম থাকলেও জরিপের তথ্য অনুযায়ী মাত্র পাঁচ ভাগ বিদ্যালয়ে তা বিদ্যমান ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

৪১ ভাগ গ্রামীণ প্রাথমিকে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

রয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওসাপের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস শাহিন। স্কুল হাইজিন ম্যানুয়াল এবং স্কুল ওয়াশ ডাটাবেস রিপোর্ট উপস্থাপন করেন ওসাপের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাবিনুর রহমান এবং আইসিডিডিআরবির গবেষক মাহবুবুল আলম।

উল্লেখ্য, স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতধোয়াসহ হাইজিন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে ইউকে এইড এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উন্নয়ন সংগঠন ওসাপ প্রকাশ করেছে স্কুল হাইজিন ম্যানুয়াল। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ডিপিএইচই, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও গণমাধ্যমের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের শুরু থেকেই হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতন করা হলে তাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে। শিশুদের পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্যময় জীবন গঠন করতে হলে স্কুল হাইজিনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওসাপের প্রণীত এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এ-সংক্রান্ত পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।